যুগান্তর
তারিখ 17 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সৈয়দ মাহবুবুর রশিদ

সার্ক যখন জিম্মি

মহা ধুমধামের সঙ্গে এদেশে : সম্মেলন শেষ হল। ঢাকা নগরীর বি অংশ অপরূপ রূপ ধারণ করে ফুটপাতে হকার নেই, কোন ভিক্ষুক ছিল সড়ক দ্বীপে কোথাও কৃত্রিম ঝরনা, বি পাহাড়-পর্বত। এছাড়াও তারাবৃক্ষ তো রয়ে সন্ধ্যার পর আলোয় ঝলমল করে ওঠে। একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো। একটাই অসুবিধা ছিল, তা হল কঠোর নিরাপত্তা। যেসব ভিভিআইপি আসবেন, তাদের দেখভাল করা এবং সম্মেলনের আয়োজক ছাড়া আর কাউকে চলাফেরা করতে দেয়া হয়নি। এমনকি নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাসস্থান ছেড়ে যেতে হয়েছিল এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবলয়। একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের এক প্রতিবেদক একে বর্ণনা করেছেন মধুর যন্ত্রণা। যন্ত্রণা মধুর হয় যখন এর বিনিময়ে আরামদায়ক কিছু পাওয়া যায়। যারা ভোজ বা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন, তার কাছে এ যন্ত্রণা মধুর। কিন্তু যে ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে পারেনি, যে হকার উপার্জন করতে পারেনি তার কাছে এ যন্ত্রণা মধুর নয়, বরং নরক যন্ত্রণা। হ্যাঁ, ফুটপাতে হকার না থাকলে চলতে সুবিধা হয়। কিন্তু প্রশ্ন তারা কি শখ করে এখানে বসে নিয়তই পুলিশের তাড়া খাওয়ার জন্য। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগান গৃহহীন মার্কিনিদের সম্পর্কে বলেছিলেন 'They are homeless by choice' অর্থাৎ তারা স্বেচ্ছায় গৃহহীন। জানি না, আমাদের এই তবেদকও এরকম কিছু বলতে চেয়েছেন কি। ঢাকা শহরে মোটরগাড়ি বিক্রেতার দোকানের সামনে ফুটপাতটি কার দখলে। আমি বাসা থেকে বেরিয়ে ডানে-বাঁয়ে কোন ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে পারি না। সুউচ্চ ভবন হচ্ছে। নির্মাণসামগ্রী ফুটপাতের ওপর। স্যানিটারি সরঞ্জামের বিক্রেতারা তাদের দোকানের সামনের পথচারীদের চলাচলের পথটুকু দখল করে রাখেন। এসব আমাদের চোখে পড়ে না, কেবল চোখে পড়ে হকারদের। এবার সার্কে কত ব্যয় হল, আর অবরুদ্ধ থাকার ফলে কত লোকসান হল, তার হিসাবটা আমি কোন পত্রিকায় পড়িনি। তবে একটা খবর দেখেছি যে, কাওরানবাজার বন্ধ থাকায় ৪শ' কোটি টাকা লোকসান হবে। কে একজন তুঘলক প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার। সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে টেলিভিশন এবং পত্রিকায় অনেক বিশেষজ্ঞ, বিদগ্ধজন এবং সাবেক আমলাদের (বিশেষভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) সাক্ষাৎকার দেখানো এবং প্রকাশ করা হল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা বেশি করে বলা হল কেন না আঞ্চলিক সহযোগিতায় এর অর্জন নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয় এবং অনুসরণীয়। কিন্ত আমরা ভুলে যাই যে সার্ক এবং ইইউ'র গুরু ধরনে আকাশ-পাতা পার্থক্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াব ক্ষয়ক্ষতির প ইউরোপের দেশগুলো অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে। কথা চেয়ে কাজ বড়। সরকা প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধানরা জড়ে হয়ে মহাকাব্য রচনা চিন্তা করেননি। ১৯৫ সালে ফরাসি রাজনীতিক Mr Gean Monne এবং Rober Schunan প্রস্তাব রাখলেন যে, ফ্রান্স এবং জার্মানি তাদের কয়লা এবং ইস্পাত একক কর্তৃত্বের অধীনে দিয়ে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হোক। অন্যান্য দেশকে আহ্বান জানানো হয়। একদিকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়তে থাকে, যোগদানকারী দেশের সংখ্যাও বাড়ে। তবে প্রথম দু'দশক ছয়টি দেশ এই ইউনিয়নে ছিল, হিসেবে পরিচিত ছিল। সদস্যরা হল বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ এবং নেদারল্যান্ডস। বর্তমানে অবশ্য সদস্য সংখ্যা ২৫। আরও বাড়বে। একটা কথা উঠেছে যে, বিজয়ী এবং বিজিতরা কিভাবে এরকম সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারল। প্রথমত, যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ক্ষয়ক্ষতি উভয়েরই এত বেশি হয়েছিল যে, অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বিজয়ী এবং বিজিত উভয়ের সমানভাবে ভেঙে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে হলে কিছু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পূর্বশর্ত পালন করতে হয়। যেমন নির্ভেজাল গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি গুরুত্ব। অর্থনৈতিক শর্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল যে, কারেন্ট একাউন্টের ঘাটতি জিডিপির শতকরা একভাগের বেশি হতে পারবে না। ইইউ'র সদস্য হতে হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আইন রাখা চলবে না। তবে এহেন আদর্শ হিসেবে বিবেচিত এই প্রতিষ্ঠানে নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। যেমন গত মে মাসে ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ডস খসড়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন শাসনতন্ত্রকে 'না' বলে দিল। ফলে শাসনতন্ত্র চালু করার বিষয়টি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল। এদিকে কিছু কিছু দেশের ভেতর নানা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তাদের কারও কারও ধারণা যে, এর কলেবর বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গোটা ইউনিয়নের জন্য একটি অভিন্ন পররাষ্ট্র নীতি এবং প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও কারও কারও ভিন্নমত রয়েছে। এসব ঘটনার সূত্রপাত বোধহয় একথা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যাপকভাবে করা গেলেও তার একটা সীমারেখা হয়েছে। তাছাড়া ভৌগোলিক সীমানা বৃদ্ধিরও একটা মাত্রা আছে। সম্ভবত সময়ই এসব প্রশ্নের জবাব দেবে।

ফিরে আসি সার্ক সম্মেলনে। বস্তুত গোটা জাতিকে অবরুদ্ধ রেখে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রচার মাধ্যমে অনেক সামান্য প্রচার করা হল। নেত্রীরাও অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। পত্রিকায় বিরাট বিরাট শিরোনাম। ১ জানুয়ারি '০৬ সাল থেকে সাফটা চালু হবে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থা চালুর ফলে এ অঞ্চলে অবাধ এবং মুক্ত বাণিজ্য শুরু হবে। আফগানিস্তান সদস্য এবং চীন ও জাপান পর্যবেক্ষক হবে। এর আগে অবশ্য চীনের নাম শুনে আসছিলাম। এখন আবার জাপান। মাঝখানে মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া বাদ যাবে কেন, তা বুঝতে পারছি না। আমরা আমাদের দেশের অনেক অনুষ্ঠানে দেখি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, গেস্ট অব অনার, স্পেশাল গেস্ট অব অনার। তা সার্কেও বিচিত্র পর্যবেক্ষক রাখা যেতে পারে বৈকি? গ্রামাঞ্চলে একটা কথা প্রচলিত আছে। স্বামীর সঙ্গে নেই দেখা, দেবর জুটেছে ৭ জন। বিশ বছরে কোন অর্জন নেই, ভাল ইংরেজি জানা আমলাদের প্রতিবেদন ছাড়া। এবার অবশ্য অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে। যেমন আগামী দশক হবে দারিদ্র্য বিমোচনের দশক, উন্নয়নের দশক ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে রোববার অর্থাৎ ১০ নভেম্বর হোটেল শেরাটনে পত্রিকার সম্পাদক এবং সিনিয়র কলামিস্টদের সঙ্গে প্রাতঃরাসের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আজিজ সার্কের আসল অবস্থা তুলে ধরেছেন। ভদ্রলোক মূলত একজন বরেণ্য অর্থনীতিবিদ। পাকা রাজনীতিবিদ হতে পারেননি। সেজন্য যা সত্যি, যা বাস্তব তাই বলেছেন। কেন না রাজনীতিকরা প্রয়োজনবোধে এমনভাবে কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবেন যে দৃশ্যত তিনি মিথ্যা বলছেন না কিন্তু সত্যটাও উদঘাটন করা যায় না। যেমন একজন রাজনীতিকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল। জিজ্ঞেস করলেন কোথা থেকে এলেন তিনি উত্তর

দিকে। কেমন বুঝলেন এবার। ঘটা করে বলা হল যে, ১ জানুয়ারি ০৬ থেকে সাফটা চালু হবে। এ ব্যাপারে শওকত আজিজ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তার মতে, এটি চালু করতে হলে খুঁটিনাটি কিছু বিষয়ের নিষ্পত্তি হতে হবে। কিন্তু তা এত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা যাবে না বলে তিনি মনে করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি একজন দক্ষ অর্থনীতিবিদ। অতএব এ ব্যাপারে তার অভিমতকে উপেক্ষা করা যায় না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি যা বলেছেন, তা হল সার্ক ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের কাছে জিম্মি। লাখ কথার এক কথা। '৮৫ সালে প্রথম সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২০ বছর পার হয়ে গেল। কোন অর্জন নেই। ইতিমধ্যে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, এখনও উভয় দেশ নিত্যনতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে চলছে। শিয়াচিলে উভয়ে এমন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হল যে, অন্য সহযোগিতা তো দূরের কথা ক্রিকেট দল পর্যন্ত খেলতে গেল না। শিয়াচিলে সংঘর্ষ নাকি এক পর্যায়ে পরমাণু যুদ্ধে রূপ নিতে চলেছিল। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল যেন এরকম সর্বনাশা কাণ্ড না ঘটে। এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছে। কখনও সরাসরি পাকিস্তান সমর্থন করেছে আবার কখনও নিরপেক্ষতার ভান করেছে। ৯/১১ ঘটনার পর বুশ সাহেব উঠেপড়ে লেগেছেন দু'দেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য। এর পেছনে যত না অর্থনৈতিক ইস্যু তার চেয়ে বেশি সন্ত্রাস দমনের বিষয়টা। আফগানিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই সার্কে যোগদান করতে এসেছে। বুশ সাহেবও চান যে, এরা একবলয়ে ঢুকে পড়ুক। যেখানে সন্ত্রাস দমনে কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে। গত মাসে উভয় কাশ্মীরে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়, তাকে স্প্রিং বোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে উভয় দেশ সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক করতে চাচ্ছে। অবশ্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অনেক বেশি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি কাশ্মীর সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সমস্যার সমাধান না হলে স্থায়ী শান্তি আসবে না। পাক-ভারত সম্পর্ক সূক্ষ্ম সুতার ওপর ঝুলছে। যে কোন সময় ছিঁড়ে যেতে পারে। কয়েকদিন আগে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে সিরিজ বোমা হামলা হল। এটি ভারত সরকারের জন্য একইসঙ্গে উদ্বেগ এবং ব্যর্থতার ঘটনা। এর হোতাদের অন্যতম একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি কাশ্মীরের মুসলমান। এরকম ঘটনা আরও দু'একটা ঘটলে সম্ভবত ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে সরকারি নিষ্পেষণ বাড়বে, যার প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়বে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে। শুধু ভারত-পাকিস্তান কেন, অন্য দেশগুলো একে অপরকে কতটা বিশ্বাস করে। ভারত বিরাট দেশ। তার একটা বড়ভাইসুলভ আচরণ রয়েছে। যার ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো একটু সন্দেহের চোখে দেখে। ভারত এটা দূর করার কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়নি। বাংলাদেশে এক শ্রেণীর রাজনীতিক ভারত বিদ্বেষকে উস্কানি দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। সবচেয়ে বড় কথা যে, জোটের সাফল্য অন্য দুই সদস্যের সম্পর্কের কাছে জিম্মি। সেই প্রতিষ্ঠানকে কতদূর নিয়ে যাওয়া যাবে। যে কোন সময় এরা সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সার্কের মূল কাজকর্ম স্থগিত হয়ে যাবে। এই প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। এরচেয়ে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপন করা বেশি লাভজনক। যেমন ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া নদীর পানি বণ্টনের বিষয়টি নিয়েও আলাপ করে একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

পাকিস্তানের সঙ্গে আটকে পড়া অবাঙালীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। এবারে নাকি এ নিয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। মোটকথা সার্ক নিয়ে যা উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছে, সেটি বড় পাওনা। এর চেয়ে বেশি আশা করাটা ঠিক হবে না। বাস্তব অবস্থার নিরিখে বিষয়টি দেখতে হবে।

পাকিস্তানের সঙ্গে আটকে পড়া অবাঙালীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। এবারে নাকি এ নিয়ে কোন আলোচনা